বাংলাদেশ বাতিঘর আইন, ২০১৭

সূচী:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। বাতিঘর অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ

৪। জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান

৫। বাতিকর উপদেষ্টা পরিষদ সংক্রান্ত বিধান

৬। সাধারণ বাতিঘর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধান

৭। বাতিঘর পরিদর্শন, তথ্য বিনিময় এবং প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিধান

৮। বাতিঘর নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান

৯। বন্দর বাতিঘর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধান

১০। বাতি-করের হার নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধান

১১। বাতি-কর আদায় সংক্রান্ত বিধান

১২। বাতি-কর নির্ধারণের জন্য টনেজ সংক্রান্ত বিধান

১৩। বাতি-কর আদায়, ব্যয় নির্বাহ ও জাহাজ আটক সংক্রান্ত বিধান

১৪। বন্দর ছাড়পত্র সংক্রান্ত বিধান

১৫। বাতি-কর পরিশোধের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নিরূপণ এবং বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত বিধান

১৬। এক বন্দরে পরিশোধযোগ্য বাতি-কর অন্য বন্দরে আদায় সংক্রান্ত বিধান

১৭। বাতি-কর প্রদান না করার ক্ষেত্রে শাস্তি

১৮। বাতি-কর অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত বিধান

১৯। অতিরিক্ত বাতি-কর ফেরত প্রদান সংক্রান্ত বিধান

২০। হিসাব সংক্রান্ত বিধান

২১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

২২। রহিতকরণ ও হেফাজত

বিল নং----------, ২০১৮-

Lighthouse Act, 1927 (Act No. XVII of 1927) রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত

বিল

যেহেতু বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে নিরাপদ নৌ-চলাচল এবং প্রয়োজনের নিরীখে উদ্ধারকার্য পরিচালনা এবং বন্দরে আগত জাহাজসমূহের গতিপথ প্রদর্শন করা আবশ্যক;

যেহেতু বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলীয় দেশ হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চলে চালাচলকৃত নৌ-যানের গতিপথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব রহিয়াছে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশের বাতিঘর রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিদ্যমান Lighthouse Act, 1927 রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন বাংলাদেশ বাতিঘর আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কাযকর হইবে।

(৩) ইহা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল বাতিঘরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অধিদপ্তর" অর্থ Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXVI of 1983) এর অধীন স্থাপিত নৌ-পরিবহণ অধিদপ্তর;

(২) "কাস্টমস-কমিশনার" অর্থ Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর অধীন ক্ষমতা প্রাপ্ত কাস্টমস বিভাগের একজন কর্মকর্তা যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং এই আইনের অধীনে তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করিবেন;

(৩) "প্রধান পরিদর্শক" অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(৪) "প্রধান কর্মকর্তা" অর্থ নৌ-বাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম এর প্রধান কর্মকর্তা;

(৫) "পরিদর্শক" অর্থ বাতিঘর পরিদর্শন কাজে নিয়োজিত পরিদর্শক;

(৬) "মহাপরিচালক" অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(৭) "মালিক" অর্থে কোন জাহাজের সহঅংশীদার, চার্টারার বা বন্ধক গ্রহীতাও অন্তর্ভুক্ত হইবেন যাহার দখলে কোন জাহাজ থাকে এবং যে কোন এজেন্ট যাহার জিম্মায় কোন জাহাজ মজুত রাখা হয়;

(৮) "বাতিঘর" অর্থ জাহাজের গতিপথ নির্দেশনার জন্য ব্যবহৃত বা প্রদর্শিত যে কোন স্থাপনা বা যন্ত্রপাতি বা আলোকিত নৌ-যান, কুয়াশা নির্দেশক চিহ্ন, বয়া ও বিকন;

(৯) "বাতিঘর অঞ্চল" অর্থ ধারা ৩ এর বিধান অনুযায়ী বাতিঘর এলাকা/অঞ্চল হিসাবে ঘোষিত একটি অঞ্চল;

(১০) "বন্দর" অর্থ Port Act,1908, Chittagong Port Authority Ordinance, 1976, Mongla Port Authority, 1976 এবং পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩ এ সংজ্ঞায়িত বন্দর;

(১১) "বন্দর বাতিঘর" অর্থ বিভিন্ন বন্দর কর্তৃপক্ষের বাতিঘর;

(১২) "বন্দর বাতিঘর কর্তৃপক্ষ" অর্থ বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দর কর্তৃপক্ষ যাহার তত্ত্বাবধানে এবং ব্যবস্থাপনায় বন্দর বাতিঘর পরিচালিত হইয়া থাকে;

(১৩) "সাধারণ বাতিঘর" অর্থ এইরূপ কোন বাতিঘর যাহা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণ বাতিঘর হিসাবে ঘোষণা করা হয়;

(২) এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 তে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **বাতিঘর অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ।**- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে বাতিঘর অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৪। **কর্মচারী নিয়োগ।**- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা-

(ক) সকল বাতিঘরের জন্য একজন প্রধান পরিদর্শক;

(খ) প্রত্যেক বাতিঘর অঞ্চলের জন্য একজন করিয়া তত্ত্বাবধায়ক; এবং

(গ) সকল বাতিঘর পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

৫। **উপদেষ্টা পরিষদ।**- (১) সরকার, এই আইন বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত বা স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে এবং বাতিঘর সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এইরূপ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে, একটি বাতিঘর উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবে।

(২) সরকার, বাতিঘর উপদেষ্টা পরিষদের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়ে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) নতুন কোন বাতিঘর স্থাপন বা বিদ্যমান বাতিঘরে কোন স্থাপনা তৈরী বা অপসারণ;

(খ) বাতিঘরের কোন পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন অথবা পুনঃস্থাপন/পুনর্বাসন;

(গ) বাতিঘরের বাতির বৈশিষ্ট্য, ব্যবহৃত পদ্ধতি অথবা পরিচালনার ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রম;

(ঘ) বাতিঘর সম্পর্কিত খরচের ব্যাপারে কোন প্রস্তাবনা; অথবা

(ঙ) বাতিঘরের জন্য নতুন বিধান/আইন প্রণয়ন অথবা পরিবর্তন/পরিবর্ধন অথবা এই আইনের অধীন পরিচালিত বাতিঘরের করের হার পরিবর্তন।

৬। **সাধারণ বাতিঘর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধান।**- (১) সাধারণ বাতিঘরগুলোর তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা সরকারের উপর এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে নৌ-বাণিজ্য দপ্তরের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) সরকার যে কোন সাধারণ বাতিঘর তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনার জন্য নিকটস্থ বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌ-বাহিনী বা কোস্টগার্ড এর সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এর তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার খরচ নির্বাহের জন্য সরকার নির্ধারিত পরিমান

অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, ক্রান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী বা বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর স্থাপনার নিকটস্থ বাতিঘরসমূহের (যদি থাকে) নিরাপত্তার দায়িত্ব সাময়িকভাবে উক্ত বাহিনীর উপর ন্যস্ত করিতে পারিবে।

৭। **বাতিঘর পরিদর্শন, তথ্য বিনিময় এবং প্রতিবেদন ইত্যাদি।**- (১) প্রধান পরিদর্শক যে কোন সময় এবং তত্ত্বাবধায়ক বা পরিদর্শক, সরকারের সাধারণ নির্দেশে, যে কোন বাতিঘরে প্রবেশ এবং পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) যে কোন বাতিঘরের নিয়োজিত বা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কর্মকর্তাকে এবং এ সম্পর্কিত যে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট তদকর্তৃক চাহিত সকল তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

(৩) প্রত্যেক বন্দর কর্তৃপক্ষ ও নৌ-বাণিজ্য দপ্তর তাহাদের তদারকী এবং ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বাতিঘর সম্পর্কিত বিগত বছরের আর্থিক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য তথ্য প্রতি অর্থ বছরের ২য় সপ্তাহের মধ্যে এবং সময়ে সময়ে সরকারের চাহিদা মোতাবেক প্রেরণ করিব।

৮। **বাতিঘর নিয়ন্ত্রণ।**- (১) ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন যে কোন পরিদর্শণ বা তদন্তের পর অথবা নিরাপত্তা ও নৌ পরিচালনার স্বার্থে সরকার যদি প্রয়োজন মনে করে তবে, যে কোন বন্দর কর্তৃপক্ষ/নৌ-বাণিজ্য দপ্তরকে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) যে কোন বাতিঘর পরিচালনা বন্ধ রাখা অথবা বাতিঘর সরাইয়া ফেলা অথবা বাতিঘর বন্ধ রাখা হইতে বা সরাইয়া ফেলা হইতে বিরত থাকা অথবা বাতিঘরের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করা অথবা পরিবর্তন করা হইতে বিরত থাকা;

(খ) যে কোন বন্দর কর্তৃপক্ষ/নৌ-বাণিজ্য দপ্তর এর অধিক্ষেত্রে কোন বাতিঘর তৈরি, স্থাপন অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করা অথবা তৈরি, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ হইতে বিরত থাকা।

(২) কোন বন্দর কর্তৃপক্ষ/নৌ-বাণিজ্য দপ্তর সরকারকে একমাসের লিখিত নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে কোন বাতিঘর তৈরি, স্থাপন, সরানো বা পরিচালনা বন্ধ বা ব্যবহার পদ্ধতি বা বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরী অবস্থায় কোন বাতিঘর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয়তা অনুসারে উহার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্ত বিষয়ে সরকাকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিবে এবং যতদূর সম্ভব আগমনকারী এবং বাতিঘরের আলোক দূরত্বের আওতায় চলাচলকারী জাহাজকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করিবে।

(৩) কোন বন্দর কর্তৃপক্ষ/নৌ-বাণিজ্য দপ্তর যদি-

(ক) উপ-ধারা (১) এর নির্দেশনা অনুযায়ী কোন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়; অথবা

(খ) বাতিঘর তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রদত্ত বা প্রচলিত আইনের আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যর্থ বা কার্য ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ হয় অথবা যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালনে অসমর্থ হয়; অথবা

(গ) এই সব কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমান আর্থিক সুবিধাদির সংস্থান করিতে ব্যর্থ হয়;

তাহা হইলে, সরকার সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ/নৌ-বাণিজ্য দপ্তরকে সরকারের সকল নির্দেশাবলী প্রতিপালন অথবা যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ অথবা যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্য এবং সরকারে সন্তুষ্টি মোতাবেক কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আর্থিক সংস্থান করিবার জন্য লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান ও উপযুক্ত সময় সীমা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) কোন বন্দর কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অথবা, সরকার নির্ধারিত অতিরিক্ত সময় সীমার মধ্যে সরকারের নির্দেশাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে সরকার উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন অথবা আর্থিক সংস্থান করিতে পারিবে, তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত কাজের জন্য ব্যয়িত অর্থ পরবর্তীতে সরকারকে ফেরৎ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৯। **বন্দর বাতিঘর ব্যবস্থাপনা।**- বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে নৌ-বাণিজ্য দপ্তর বন্দর বাতিঘরের তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারিবে এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ নৌ-বাণিজ্য দপ্তরকে বাতিঘরের তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনার জন্য যুক্তিসংগত অর্থ প্রদান করিত বাধ্য থাকিবে।

১০। **বাতি-করের হার নির্ধারণ।**- (১) বাংলাদেশের বন্দরে আগত এবং প্রত্যাগত ও এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে যাতায়াতের জন্য জাহাজসমূহকে দিক নির্দেশনা প্রদানের সুবিধার্থে বাতিঘরের সেবা প্রদানের জন্য সরকার, এই আইনের অধীন প্রত্যেক আগমন ও প্রত্যাগমনকারী জাহাজের জন্য বাতি-করের হার নির্ধারণ এবং বাতি-কর সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, বাস্তবতার নিরীখে বাতি-করের হার পুন:নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জাহাজ বিভিন্ন হারে এবং একই শ্রেণীর জাহাজ যাহা ভিন্ন ভিন্ন কাজে এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ব্যবহৃত হয় উহাদের বাতি-কর ভিন্ন ভিন্ন হারে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) বাংলাদেশের যে কোন বন্দরে আগমন ও প্রত্যাগমনের সময় জাহাজের মালিক অথবা এজেন্ট অথবা মাস্টার কর্তৃক বাতি-কর পরিশোধ করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন জাহাজ কর্তৃক এই আইনের অধীনে নির্ধারিত বাতি-কর প্রদানের তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিন অতিক্রান্ত না হইলে পুণরায় বাতি-কর প্রদান করিতে হইবে না।

(৪) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, বাতি-করের হার নির্ধারণের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পুণরায় বাতি-কর আরোপ, বাতিল বা বাতি-করের হারের তারতম্য করার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১১। **বাতি-কর আদায়।**- (১) নৌ-বাণিজ্য দপ্তর অথবা উহার পক্ষে কাস্টম কমিশনার সরাসরি অথবা অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বাতি-কর আদায় করিতে পারিবে।

(২) নৌ-বাণিজ্য দপ্তর বা কাস্টম কমিশনার সরাসরি বাতি-কর আদায়ের ক্ষেত্রে বাতি-কর জমাদানকারীকে একটি লিখিত রশিদ প্রদান করিবে, যাহাতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি উল্লেখ থাকিবে, যথা:-

(ক) যে বন্দরে বাতি-কর প্রদান করা হইবে উক্ত বন্দরের নাম;

(খ) টাকার পরিমাণ;

(গ) বাতি-কর পরিশোধের তারিখ; এবং

(ঘ) জাহাজের নাম, টনেজ এবং জাহাজের অন্যান্য বর্ণনা যাহার উপর ভিত্তি করিয়া বাতি-কর প্রদান করা হইয়াছে।

(৩) জাহাজের মালিক, এজেন্ট বা মাস্টার কর্তৃক উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত তথ্যাদি দাখিল করিয়া অনলাইনে বাতি-কর জমা প্রদান করিতে পারিবে।

১২। **বাতি-কর নির্ধারণে টনেজ সংক্রান্ত বিধান।**- (১) Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXVI of 1983) এর আলোকে নির্ধারিত নেট টনেজের ভিত্তিতে বাতি-কর নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) বাতি-কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে টনেজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে-

(ক) কোন জাহাজ যদি বাংলাদেশে প্রচলিত কোন আইনের অধীন বা অন্য কোন দেশের আইনের অধীন নিবন্ধিত হয় এবং যাহার টনেজ Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXVI of 1983) অনুযায়ী অনুমোদিত থাকে তবে ঐ জাহাজের সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রিতে অথবা অন্য কোন জাতীয় সনদে উল্লেখিত টনেজ গ্রহণযোগ্য হইবে; জাহাজের মালিক, মাস্টার অথবা যাহার কাছে নিবন্ধন সনদ (রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট) অথবা অন্য কোন দলিল যেখানে টনেজ এর বিষয়ে উল্লেখ আছে তাহা অবলোকনের জন্য কাস্টমস কমিশনার/ প্রিন্সিপাল অফিসার এর নিকট উপস্থাপন করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, মাস্টার, মালিক বা যাহার কাছে নিবন্ধন সনদ আছে এমন কোন ব্যক্তি নিবন্ধন সনদ বা টনেজ নির্দেশক দলিল উপস্থাপন করিতে অস্বীকার করিলে অথবা অবহেলা করিলে কাস্টমস কমিশনার/ প্রিন্সিপাল অফিসার জাহাজটি সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক টনেজ নির্ধারণের ব্যবস্থা করিবেন।

(খ) কোন জাহাজ যদি অনিবন্ধিত হয় এবং প্রচলিত আইনের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ণীত প্রকৃত টনেজের বিষয়ে মালিক বা এজেন্ট বা মাস্টার, কাস্টমস কমিশনার/ প্রিন্সিপাল অফিসার -কে যথাযথ কাগজপত্র উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে কাস্টমস কমিশনার/ প্রিন্সিপাল অফিসার উক্ত জাহাজটিকে সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক উহার টনেজ নির্ণয় করিতে পারিবে এবং সেক্ষেত্রে জাহাজের মাস্টার টনেজ নির্ধারণের জন্য ব্যয়িত অর্থ ও সরকার নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিবে; এছাড়াও, উক্ত জাহাজ নিবন্ধিত হইলে উহা যে বন্দরে অবস্থান করে অথবা যে বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে সেই বন্দরের উপর ক্ষমতাবান প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক টনেজ সম্পর্কিত বিষয়ে যদি জাহাজকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তবে উক্ত জাহাজকে অনূর্ধ এক হাজার মার্কিন ডলারের সমপরিমান অর্থ জরিমানাও করা যাইবে।

১৩। বাতি-কর আদায়, ব্যয় নির্বাহ, জাহাজ আটক ইত্যাদি।- (১) কোন মালিক বা মাস্টার কোন জাহাজের বাতি-কর এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিলে, কাস্টমস কমিশনার/ প্রিন্সিপাল অফিসার উক্ত জাহাজ এবং জাহাজের ট্যাকেল, এপারেল এবং আসবাবপত্র জব্দ করিতে পারিবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বাতি-কর ও অন্যান্য পাওনাদি এবং আটক করার খরচ প্রদান করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত জাহাজ আটক রাখিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী জাহাজ আটক হওয়ার ৫(পাঁচ) দিনের মধ্যে মালিক বা মাস্টার কর্তৃক বাতি-কর, পাওনাদি এবং খরচের টাকা পরিশোধ করা না হইলে, কাস্টমস কমিশনার/প্রিন্সিপাল অফিসার জাহাজ এবং অন্যান্য জব্দকৃত দ্রব্যাদি নিলামে বিক্রয় করিতে পারিবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা বাতি-কর, পাওনাদি ও বিক্রয় প্রক্রিয়ার খরচ পরিশোধ করিতে পারিবে এবং কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকিলে উহা মালিক পক্ষকে প্রদান করিতে হইবে।

১৪। বন্দর ছাড়পত্র।- কোন মালিক বা মাস্টার কর্তৃক কোন জাহাজের জন্য এই আইনের অধীন যতক্ষণ পর্যন্ত বাতি-কর, পাওনাদি, অন্যান্য খরচের টাকা ও জরিমানার অর্থ জমা না দেওয়া হয় অথবা এতদবিষয়ে কোন সন্তোষজনক সিকিউরিটি প্রদান করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বন্দর ছাড়পত্র জারী করার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা বন্দর ছাড়পত্র জারী করিবে না।

১৫। বাতি-কর পরিশোধের বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত বিধান।- এই আইনের অধীন প্রদেয় বাতি-কর, পাওনাদি, অন্যান্য খরচের টাকা ও জরিমানার অর্থ পরিশোধের বিষয়ে বা প্রদেয় বাতি-কর, পাওনাদি, অন্যান্য খরচের টাকা ও জরিমানার পরিমানের বিষয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধভুক্ত পক্ষগুলোর যে কোন একপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত এলাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক শুনানিপূর্বক খরচের পরিমাণ নির্ধারণ করা যাইবে এবং উক্ত বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১৬। এক বন্দরে পরিশোধযোগ্য বাতি-কর অন্য বন্দরে পরিশোধ বা আদায় সংক্রান্ত বিধান।- (১) কোন জাহাজের মাস্টার কোন বন্দরের পাওনা বাতি-কর পরিশোধ না করিয়া বন্দর ত্যাগপূর্বক বাংলাদেশের অন্য কোন বন্দরে গমন করিলে প্রথমোক্ত বন্দরের কাস্টমস কমিশনার পরবর্তী বন্দরের কাস্টমস কমিশনারকে বকেয়া বাতি-কর আদায়ের জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন;

(২) কোন কাস্টমস কমিশনারের নিকট উপ-ধারা (১) এর অধীন বকেয়া বাতি-কর আদায়ের জন্য অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট জাহাজের উপর এই আইনের অধীন প্রথম বন্দরে পরিশোধযোগ্য করের সমপরিমান কর আরোপ ও আদায় করিবেন এবং আদায়কৃত উক্ত টাকার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক কাস্টমস কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত রশিদ প্রথমোক্ত বন্দরের রশিদ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

১৭। বাতি-কর প্রদান না করার শাস্তি।- (১) কোন জাহাজের মাস্টার বা মালিক যদি এই আইনের অধীন জাহাজের বাতি-কর, পাওনাদি এবং অন্যান্য খরচের অর্থ পরিশোধ না করে বা কোনভাবে ফাঁকি দেয় বা দেওয়ার চেষ্টা করে তবে যেই বন্দরে উক্ত জাহাজ পাওয়া যাইবে বা যেই বন্দরে উক্ত জাহাজ আগমন করিবে সেই বন্দরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক উক্ত জাহাজকে দোষী সাব্যস্ত করণ পূর্বক প্রদেয় করের পাঁচগুণ টাকা জরিমানা করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ঘোষিত রায়ে ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (২) এ যে মালিকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সময় হইতে মাস্টার অথবা মালিক যে প্রদেয় কর ফাঁকি দিয়াছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

(৩) মাস্টার বা মালিক উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত উক্ত অভিযোগ হইতে ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহতি পাইবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ইহা প্রমাণ করিতে পারে যে, কর প্রদান ব্যতিরেকে বন্দর ত্যাগ খারাপ আবহাওয়াজনিত কারনে অথবা আইনি অথবা গ্রহণযোগ্য অন্য কোন কারনে হইয়াছে।

১৮। **বাতি-কর হইতে অব্যাহতি।**- নিম্নোক্ত শ্রেণীর জাহাজগুলি এই আইনের অধীন আরোপিত বাতি-করের আওতা বহির্ভূত থাকিবে, যথা:-

(ক) কোন রাজার মালিকানাধীন বা বিদেশী কোন রাজপুত্র বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের মালিকানাধীন বা নৌ-বাহিনী বা কোস্ট গার্ডের জাহাজ যাহা কোন ভাড়া আদায়ের উদ্দেশ্যে মালামাল অথবা যাত্রী পরিবহণ করে না;

(খ) দশ (১০) টনের নীচের যে কোন নৌ-যান/ জাহাজ;

(গ) সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অব্যাহতি প্রদত্ত অন্য যে কোন শ্রেণীর জাহাজ।

১৯। **অতিরিক্ত বাতি-কর ফেরত প্রদান সংক্রান্ত বিধান।**- এই আইনের অধীন প্রদেয় বাতি-করের পরিমানের অতিরিক্ত বাতি কর প্রদান করা হইলে উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণ করের অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য ৬(ছয়) মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে, উক্ত সময়ের পর অতিরিক্ত করের অর্থ ফেরত পাওয়ার আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

২০। **হিসাব সংক্রান্ত বিধান।**- (১) নৌ-বাণিজ্য দপ্তর এই আইনের অধীন বাতি-কর ও জরিমানা হিসাবে আদায়কৃত সকল অর্থ এবং খরচের ভিন্ন ভিন্ন হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং প্রত্যেক আর্থিক বছর শেষে যথাশীঘ্র সম্ভব সকল অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিবে।

(২) এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যে নৌ-বাণিজ্য দপ্তর ও বন্দর কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট প্রত্যেক আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পূর্বে পরবর্তী আর্থিক বছরের আয় এবং ব্যয়ের জন্য একটি অনুমিত হিসাব বিবরণী দাখিল করিবে।

(৩) প্রতি বৎসর নৌ-বাণিজ্য দপ্তর এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ তাহাদের বাতি-কর সংক্রান্ত সকল আয় ও ব্যয়ের হিসাব সরকারিভাবে অথবা নিবন্ধিত অডিট ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করাইবে।

২১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে;

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সরকার, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিম্ন-বর্ণিত এক বা একাধিক বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) বাতিঘরের প্রধান পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক, পরিদর্শক, ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার ও প্রধান বাতিরক্ষক সহ সকল কর্মচারীর ক্ষমতা এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ;

(খ) এই আইনের অধীন গঠিত উপদেষ্টা কমিটির দায়-দায়িত্ব ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ;

(গ) উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের সম্মানীভাতা, ভ্রমণভাতা ও দৈনিক ভাতার হার নির্ধারণ।

২২। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**- (১) Lighthouse Act, 1927 (Act No. XVII of 1927), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লেখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Act এর অধীনকৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা প্রণীত কোন বিধি বা জারীকৃত কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীনকৃত, গৃহীত, প্রনীত বা জারীকৃত বলিয়া গন্য হইবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত Act এর অধীন কোন মামলা বা কার্যধারা কোন আদলতে বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালত কর্তৃক এমনভাবে শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবে, যেন উক্ত Act রহিত হয় নাই।

২৩। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইনটি বাংলায় রূপান্তর এবং যুগপযোগী করার উদ্দেশ্যে বিলটি প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী